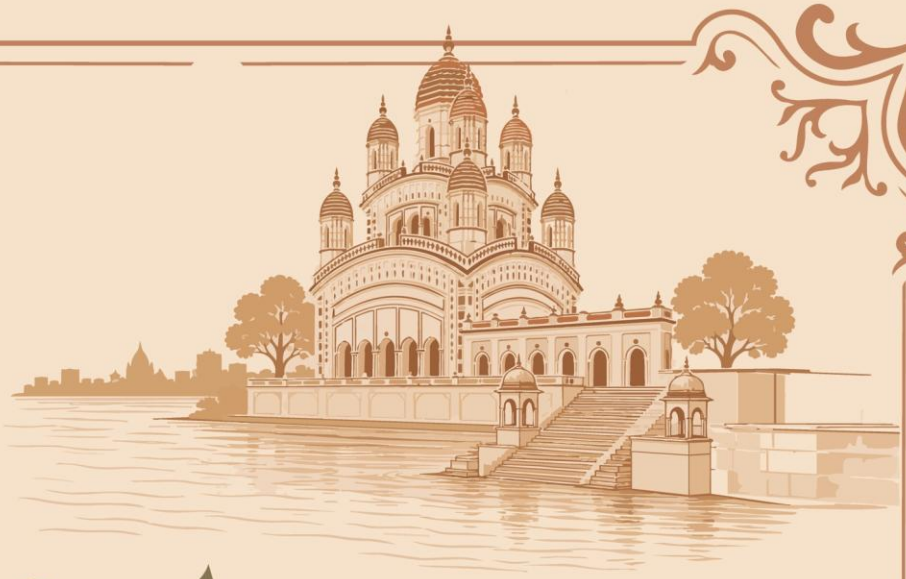

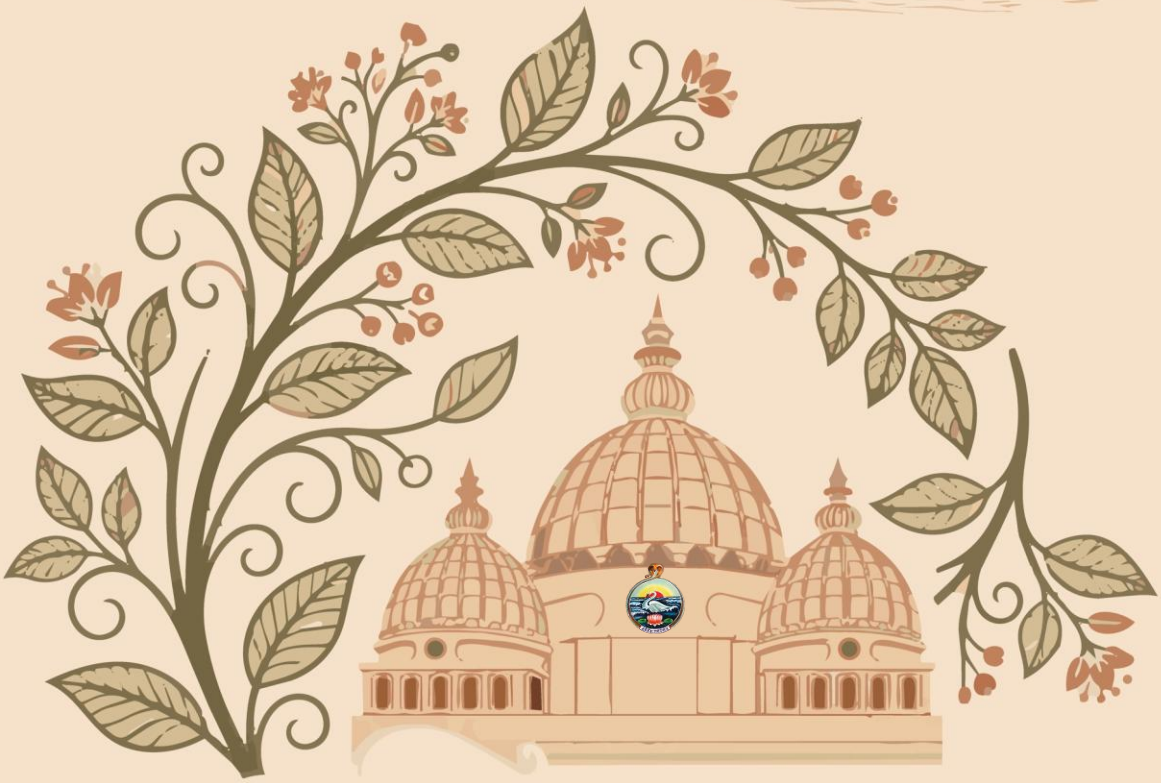

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের শুভ উদ্বোধন

রামকৃষ্ণ মঠ

২২, ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস রোড, দক্ষিণেশ্বর কলকাতা- ৭০০০৩৫

(রামকৃষ্ণ মঠ বেলুড় মঠ, হাওড়া - ৭১১২০২)

মহাশয়/মহাশয়া,

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরম পূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজ, **শ্রীমৎ স্বামী গৌতমানন্দজী মহারাজ**, রামকৃষ্ণ মঠ, দক্ষিণেশ্বরে নবনির্মিত **শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরটি** প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

রথযাত্রার পুণ্যতিথিতে, **১৬ই জুলাই ২০২৬, বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিনিটে** এই মন্দির প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হবে।

এই পবিত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদের আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। বিস্তারিত সূচি অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো।

১০ই জুন ২০২৬

স্বামী সুবীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
বেলুড় মঠ

অনুষ্ঠানসূচি

- **বিশেষ পূজা** : সকাল ৫:০০ টা
- **নবনির্মিত মন্দির পরিক্রমা** : সকাল ৬:৩০ টা
- **আনুষ্ঠানিক মন্দির প্রতিষ্ঠা** : সকাল ০৮:৩০ টা
- **ধর্মসভা** : সকাল ১০:৩০ টা

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ভক্তদের নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে প্রসাদের কুপন সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

রামকৃষ্ণ মঠ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা

১৬ ই জুলাই, ২০২৬ (রথযাত্রা), সময়: সকাল ৮.৩০টা

ধর্মসভা

সময় : সকাল ১০.৩০টা

- বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও উদ্বোধনী সঙ্গীত
- **স্বাগত ভাষণ :** স্বামী বোধাসারানন্দ, সাধারণ সহ সম্পাদক, বেলুড় মঠ।
- **আশীর্বাণী:** পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গৌতমানন্দজী মহারাজ, সংঘাধ্যক্ষ, বেলুড় মঠ।

- বক্তব্য :
  - পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ, সহ সংঘাধ্যক্ষ, বেলুড় মঠ।
  - পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গিরিশানন্দজী মহারাজ, সহ সংঘাধ্যক্ষ, বেলুড় মঠ।
  - পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বিমলাত্মানন্দজী মহারাজ, সহ সংঘাধ্যক্ষ, বেলুড় মঠ।
  - পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ, সহ সংঘাধ্যক্ষ, বেলুড় মঠ।
  - শ্রী কুশল চৌধুরী, ট্রাস্টি ও সম্পাদক, দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির ট্রাস্ট
  - শ্রী মানস কুমার ঘোষ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (Managing Director), স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, সিঙ্গুর।

- বিশিষ্ট অতিথিদের স্মারক উপহার প্রদান
- **ধন্যবাদ জ্ঞাপন:** স্বামী ঈশব্রতানন্দ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ, দক্ষিণেশ্বর ।
- **সমাপ্তি সঙ্গীত :** স্বামী শিবাধীশানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন, নরেন্দ্রপুর।

ঠাকুর বলিতেছেন :

“যখন একবার হরি বা একবার রামনাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম - আর করতে হবে না। তখন কর্ম্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কর্ম আপনা-আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম কি হরিনাম কি শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হলো।” আবার বলিলেন, “সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।”

মাস্টার অবাক হইয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছেন, ‘আহা কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা! এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা করছে না।’ কিয়ৎক্ষণ পরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ‘একবার দেখি কোথায় এসেছি। তারপর এখানে এসে বসব।’

সিধুর সঙ্গে ঘরের বাহির আসিতে না আসিতে আরতির মধুর শব্দ হইতে লাগিল। এককালে কাঁসর, ঘণ্টা, খোল, করতালি বাজিয়া উঠিল। বাগানের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে নহবতের মধুর শব্দ আসিতে লাগিল। সেই শব্দ ভাগীরথী বক্ষে যেন ভ্রমণ করিতে করিতে অতি দূরে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। মন্দ মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসন্তানিল! সবে জ্যোৎস্না উঠিতেছে। ঠাকুরদের আরতির যেন চতুর্দ্দিকে আয়োজন হইতেছে! মাস্টার দ্বাদশ শিবমন্দিরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

Click here to reach the venue